গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৯ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ২ - ৮ জুন ২০১৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

এখনই স্কুলস্তরে পাশফেল চালু কর, নইলে আন্দোলনের তুফান তুলব

বিক্ষোভের ময়দান থেকে ঘোষণা করল ডি এস ও

শিক্ষার সর্বনাশ অনেক করেছ, আর নয়। এখনই পাশফেল চালু কর। এই দাবি নিয়ে ২৯ মে বিধানসভার ৬নং গেটে পুলিশের লাঠির পরোয়া না করে ডি এস ও-র ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাঁচ শতাধিক ছাত্র। রক্তাক্ত অনেকেই। গ্রেপ্তার ৭০, আহত ৫৬ জন। ৩০ মে রাজ্যে ধিক্কার দিবস ডি এস ও-র।

শৌর্য ও শৃঙ্খলায় উজ্জ্বল মহামিছিল

সংগ্রামী জনতার জোয়ারে ভাসল কলকাতা। এসপ্ল্যানেড। ২৪মে

'কোটি কোটি তারা, ছড়িয়ে রয়েছো কেন? একবার হলে জড়ো, আলোর প্রতিযোগিতায় তোমরা সূর্যের চেয়ে বড়।' ২৪ মে'র দ্বিপ্রহরে এস ইউ সি আই (সি)-র মহামিছিল এমন আলোই ছড়িয়েছিল।

এ দিন বেলা একটা'র মধ্যেই লোকে লোকারণ্য কলকাতার কলেজ স্কোয়ার। ব্যানার বাঁধা চলছে, ফেস্টুনগুলো সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কোন জেলা কোথায় থাকবে, ট্যাবলো কোন পজিশনে রাখা হবে, মাইকে তার ঘোষণা চলছে। পথচারীদের হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে লিফলেট—এবছর থেকেই পাশফেল চাই স্কুলে। চাষিকে ফসলের ন্যায্য দাম দিতে হবে। মদ-জুয়া বন্ধ করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো বন্ধ কর। মহিলাদের ওপর আক্রমণ বন্ধ কর। বিদ্যুতের দাম বাড়ানো চলবে না।

ট্রেনে-বাসে-ট্রেকারে-ম্যাটাডোরে আসছে হাজার হাজার মানুষ। নদীয়া-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম-বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ-দিনাজপুর-মালদা-মেদিনীপুর চব্বিশ পরগণা থেকে দলে দলে আসছে মানুষ। মিছিল আসছে পরপর হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশন থেকে—এমন করেই তো নদী এসে মেশে সাগরে। মাথার উপর চড়া রোদ। তবুও জনসমুদ্রে হাতে হাতে উড়ছে সংগ্রামের লাল পতাকা, দাবি-ব্যানার, প্ল্যাকার্ড। কেউ বলছেন বিশ হাজার, কেউ বলছেন পঁচিশ কিংবা ত্রিশ। হাজার হাজার কণ্ঠের আশ্চর্য ঐকতান 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ—এস ইউ সি আই-কমিউনিস্ট জিন্দাবাদ।'

এত মানুষ! সহজে বিশ্বাস হয় না। সামনের দিকে কি নাম-করা কেউ আছেন? তাঁদের দেখতে এসেছে দল বেঁধে! না। কাগজে টিভিতে ছবি বেরোনো নামকরা নেতা নেই, গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের কোনও ক্রাউড-পুলারও নেই। তা-সত্ত্বেও হাজার হাজার ছাত্র-যুবক-শিক্ষক-ডাক্তার-আইনজীবী-শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর-ভ্যানচালক-আশাকর্মী-দর্জিশ্রমিক-নির্মাণকর্মী, এমনকী বয়স্করা পর্যন্ত এসেছেন। এসেছেন পরিচারিকা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সুন্দরবনের মাছ-কাঁকড়া ধরে সংসার চালানো মানুষেরা।

কী জন্য এসেছেন এই রোদ্দুরে?—প্রশ্ন গ্রামের

চারের পাতায় দেখুন

মহামিছিল ঃ কলকাতা ও শিলিগুড়ির সংবাদপত্রে

দৈনিক স্টেটসম্যান

চা বাগিচা শ্রমিকদের স্বার্থে বুধবার শিলিগুড়িতে মহামিছিলে সামিল হল এস ইউ সি আই (সি)-র সদস্যরা। শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক থেকে মিছিল শুরু হওয়ার জেরে দুপুরে শহরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

মিছিলে অংশ নেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস অচিন্ত্য সিনহা, জেলা সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা চা বাগান খোলা, চা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি চালু করাই ছিল এদিনের মিছিলের মূল দাবি।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

গত সোমবার বামেদের নবান্ন অভিযানে সাংবাদিকদের উপর পুলিশের নির্মমভাবে লাঠি চালানোর তীব্র নিন্দা করে এদিন ১৪ দফা দাবির সমর্থনে কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয় এস ইউ সি আই (সি)-র 'মহামিছিল'। এদিন দক্ষিণবঙ্গের

মিছিলে দলীয় কর্মী সমর্থকদের যে জোয়ার দেখা যায় তা বিগত দিনের দলের সমস্ত মিছিলকে ম্লান করে দেয়। মিছিল ধর্মতলার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে পৌঁছে গেলেও কলেজ স্কোয়ারে তখনও ছিল মিছিলকারীদের জনজোয়ার।

পাশ-ফেল চালু, পাঠক্রম থেকে সিঙ্গুর আন্দোলনের বিকৃত ইতিহাস বাতিল, নারী নির্যাতন রদ, খেত মজুরদের সারা বছর কাজ, জমির বর্ধিত মিউটেশন ফি বাতিল, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সহ ১৪ দফা দাবির ভিত্তিতে মিছিল ডাকে এস ইউ সি আই (সি)। মিছিল শুরুর আগে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু থেকে শুরু করে সমস্ত বক্তাই রাজ্য সরকারের গৃহীত নীতির প্রতি বিষোদগার করেন। পাশাপাশি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার জন্য তৃণমূল ও বিজেপি-র বিরুদ্ধে সরব হন তাঁরা। এ ছাড়া চিটফান্ডে জড়িতদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতেও সরব হন তাঁরা। সেই সঙ্গে বন্ধ চা-বাগান খোলা ও চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার দাবিও তোলেন।

মিছিল শুরুর আগে ২২ মে পুলিশ যেভাবে সাংবাদিকদের উপর বেপরোয়া লাঠি চালায় তার নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঘটনার পর ৪৮ ঘন্টা কেটে গেলেও অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হল না সে ব্যাপারেও সরব হন তাঁরা।

আজকাল, কলকাতা

১৪ দফা দাবিকে সামনে রেখে বুধবার ধর্মতলায় জমায়েত করল এস ইউ সি আই (সি)। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে জমায়েতের পর তারা রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা

ব্যানার্জীর কাছে ডেপুটেশন দেয়। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, খেতমজুরদের সারা বছর কাজের ব্যবস্থা করা, স্কুল শিক্ষায় পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনা। এস ইউ সি আই (সি)-র অভিযোগ রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশ অকারণে অত্যাচার শুরু করেছে। অবিলম্বে এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। এস ইউ সি আই (সি)-র দাবি, অবিলম্বে রাজ্যে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। জমির মিউটেশন ও রেজিস্ট্রেশন ফি অস্বাভাবিক হারে বাড়ানো হয়েছে, জনস্বার্থে এটা কমাতে হবে। সেই সঙ্গে বৃহত্তর কলকাতা সহ সমস্ত এলাকায় জমি লুটেরা ও গুন্ডাদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে হবে। সমস্ত বেকারের হাতে দিতে হবে কাজের ঠিকানা। চিটফান্ড প্রতারিতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

আজকাল, উত্তরবঙ্গ সংস্করণ

শিলিগুড়িতে মহামিছিল হল এস ইউ সি আই (সি)-র। হিলকার্ট রোড ধরে ওই মিছিলে প্রায় ৫ হাজার লোক হেঁটেছেন। এতে কয়েক ঘন্টা স্তব্ধ হয়ে

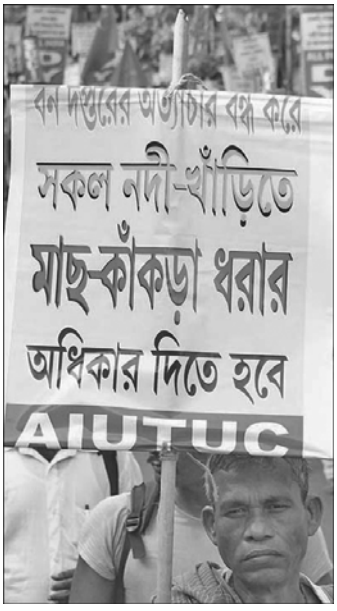

যায় শহর। মিছিল শুরুর আগে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য তথা শ্রমিক নেতা অচিন্ত্য সিংহ। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলি বক্তব্যে তুলে ধরেন। বলেন, শাসক বদলায় কিন্তু শোষণ বদলায় না। আজও চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালু হয়নি। উপরন্তু শ্রমিক কৃষকদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

এই সময়

স্কুলে পাশ-ফেল চালু, রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করা থেকে ভাঙড়ের জমি আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার বার্তা দিতে শহরে অন্তত ১০ হাজার মানুষকে নিয়ে মহামিছিল করল এস ইউ সি আই (সি)।

বর্তমান

এ বছরই পাশ-ফেল প্রথা চালু, 'সিঙ্গুরের বিকৃত ইতিহাস' বাতিল, রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতন, ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা, ধান-পাট সহ ফসলের ন্যায্যমূল্য, বর্ধিত মিউটেশন ফি রদ, কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই রদ সহ ১৪ দফা দাবিতে কলকাতা ও শিলিগুড়িতে মহামিছিল করে এস ইউ সি আই (সি)।

বর্তমান, উত্তরবঙ্গ সংস্করণ

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, পাশ-ফেল প্রথা চালু,

বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার সহ একাধিক দাবিতে বুধবার শিলিগুড়িতে মিছিল করল এস ইউ সি আই (সি)।, বাগাযতীন পার্ক থেকে ওই মিছিল বের হয়ে হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে মাল্লাগুড়িতে শেষ হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিনহা, জেলা সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য প্রমুখ। কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক এই মিছিলে অংশ নেন।

এবেলা

বামেদের নবান্ন অভিযানের পর এস ইউ সি আই (সি)-র 'মহামিছিল'। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত মহামিছিল করে এস ইউ সি আই (সি)। কয়েক হাজার এস ইউ সি আই (সি) সমর্থকের ওই মিছিলের জেরে, কলেজ স্ট্রিট, লেনিন সরণি, এস এন ব্যানার্জী রোড সহ মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় যানজটে বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ।

মিছিল শুরুর আগে কলেজ স্কোয়ারে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক সৌমেন বসু বলেন, 'গোটা দেশের পাশাপাশি এ রাজ্যেও বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করছে। অন্যদিকে রাজ্যের তৃণমূল সরকার চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলছে'। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে সিপিএম বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষতি করেছে। সোমবারের বাম-বিক্ষোভে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ জানান এস ইউ সি আই (সি) নেতারা।

দিনদর্পণ

শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হল এস ইউ সি আই (সি) -র মহামিছিল। ...শহরে বড় জমায়েত ঘটাল বামপন্থী এই রাজনৈতিক দল। ... মিছিল শুরুর আগে কলেজ স্কোয়ারে সংক্ষিপ্ত সভায় কেন্দ্র ও রাজ্য

সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এস ইউ সি আই (সি) নেতারা। পূর্বতন বাম সরকারের পথ অনুসরণ করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চলছে বলে অভিযোগ করেন দলের রাজ্য সম্পাদক সৌমেন বসু। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ এখন আর সিপিএমকে বিশ্বাস করে না, কিছু প্রত্যাশা করে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু পরিবর্তনের পরও সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়নি সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটিয়ে

বিভাজনের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে।

তাঁর অভিযোগ, দেশবাসীর প্রকৃত সমস্যার সমাধান না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চতুর অভিনেতার মতো ভাষণ দিতেই ব্যস্ত। বিজেপি সরকার দেশে দাঙ্গার আবহ সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ করেন সৌমেন বসু।

(পরদিন কলকাতা ও শিলিগুড়ির সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে)

কোথায় ‘সুদিন’? সাম্প্রদায়িকতাই সম্বল বিজেপির

তিন বছর মসনদে বসার পর ‘সুদিন’ এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে বিজেপি সরকারকে। প্রধানমন্ত্রীর ভাব দেখে মনে হয় এ শব্দটাই তিনি কোনও দিন শোনেননি। তাঁর সেনাপতি তথা দলীয় সভাপতি কোথাও মাটিতে বসে ভাত খেয়ে কোথাও বা দলিত পল্লীতে গিয়ে গরিব দরদের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশের ‘যোগী’ মুখ্যমন্ত্রী সাবান-টাবান মাখিয়ে দলিতদের পরিষ্কার করে নিয়ে তাদের সাথে হাসি হাসি মুখে হাত মেলাচ্ছেন। প্রবল প্রচেষ্টা চলছে গরিব-দলিতদরদি সাজতেই হবে। ‘সুদিনে’র ফেরিওয়ালা প্রধানমন্ত্রী জানেন তাঁর ঝুড়ি পুরোপুরি শূন্য। মানুষকে দেওয়ার তাঁর কিছুই নেই। দু’বছরের মধ্যে আবার লোকসভা নির্বাচনে নামার আগে চাই ‘ড্যামেজ কন্ট্রোল’। এই যখন পরিস্থিতি, প্রধানমন্ত্রী তখন হঠাৎ নাকি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন— তাঁর শাসনে সংখ্যালঘুদের ও দলিতদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে এ কথা শুনে! এমনকী সমাধান খুঁজতে তিনি আস্ত একটি কমিটিও গড়ে ফেলেছেন। (হিন্দুস্তান টাইমস, ১০ মে ২০১৭) এককালে নাকি পায়ে ধুলো-লাগা আটকানোর পথ খুঁজতে হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী এমনই বিস্তর মাথা ঘামিয়ে ছিলেন! তাতে কী হয়েছিল তা অনেকেরই জানা। অবশ্য যে সব প্রশ্নের উত্তর সরকার দিতে চায় না, সেগুলি কমিটির নামে ঠাণ্ডাঘরে পাঠিয়ে দেওয়াই তো দস্তুর। যদিও জুতা আবিষ্কারের সেই অতি সাধারণ মুচির মতো আতঙ্কের কারণটা নিতান্ত সাধারণ মানুষের জানা আছে— এই আতঙ্কের পরিবেশের জন্য দায়ী প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল বিজেপি-আরএসএস-এর বাহিনী। জনগণের কোনও একটি সমস্যারও সমাধান করতে চূড়ান্ত ব্যর্থ বিজেপি সরকার ধর্মীয় বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিভেদের মধ্যে মানুষকে ফাঁসিয়ে দিতে চায়। যাতে তারা একদিকে হিন্দুত্বের চ্যাম্পিয়ান সেজে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটব্যাঙ্ক কবজা করতে পারে। অন্যদিকে আতঙ্কের মধ্যে থাকা সংখ্যালঘু ও দলিতদের কাছে গিয়ে কিছু মিষ্টি কথা বলে তাদের ত্রাতা সাজতে পারে। একেই বলে ‘সাপ হয়ে কামড়ে ওঝা হয়ে ঝাড়া’।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কথিত ‘আচ্ছে দিন’, কিংবা বিদেশি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধার করে এনে দেশের মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভরে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যে পুরোপুরি ভুয়ো তা দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন। যেমন অনুভব করছেন ‘বিকাশ পুরুষ’ মোদিজির রাজত্বে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধি রোধের গল্প কতবড় মিথ্যা! নোট বাতিল করে কালোটাকা ধরার ধাপ্পাও ফাঁস হয়ে গেছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের অসংখ্য শ্রমিক, ছোটখাটো হকারি বা ব্যবসা করে সংসার চালান যাঁরা তাঁদের উপর নোট বাতিলের ধাক্কার রেশ আজও কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে মানুষের বিচারবুদ্ধি গুলিয়ে দেওয়ার জন্য বিজেপির রাজনীতির মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে গো-রক্ষার নামে নরহত্যা, দলিত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ, রামমন্দির তৈরির জিগির, হিন্দু মুসলমান বা হিন্দুদেরই ভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ রদ, সমস্ত পৌরাণিক গল্পকে বিজ্ঞানের তকমা দেওয়া ইত্যাদি। চলছে নেতা-নেত্রীদের পাল্লা দিয়ে মন্দির দর্শন এবং তীর্থ মাহাত্ম্যের অতিরঞ্জিত ফেসবুক-টুইটার বাহিত প্রচার। বিজ্ঞানসম্মত ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার কথা বললেই চলছে আক্রমণ এমনকী হত্যা। বিজেপির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে দাঙ্গা প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি হিসাবেই নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে গত তিন বছরে সারা ভারতে ২০৬২টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে (দ্য টেলিগ্রাফ, ১২ মে, ২০১৭)। যত দিন যাচ্ছে তত বাড়ছে এই চড়া দাগের হিন্দুত্বের জিগির।

বিজেপির কাছে এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। ২০০২-এর গুজরাটে সংখ্যালঘু নিধন যজ্ঞের কথা নিশ্চয়ই নরেন্দ্র মোদিজির ভুলে যাননি। সেদিনের গুজরাটে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ চরমে উঠেছিল। বিদ্যুতের দাবি, সেচের দাবি, সরকারি হাসপাতালের বেহাল দশা শোধরানোর দাবি, শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান ফি কমানোর দাবি, চাষির ফসলের ন্যায্য দামের দাবি, এসইজেড-এর নামে কেড়ে নেওয়া জমির জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি, ভূজের ভূমিকম্প পীড়িত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবি ইত্যাদি নিয়ে আন্দোলনও গড়ে উঠছিল। বিধানসভা ভোটের এক বছরও বাকি ছিল না, অথচ একদিকে সাধারণ মানুষের প্রবল ক্ষোভ অন্যদিকে বিজেপি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জেরবার। ঠিক সেই সময় ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সুপরিকল্পিতভাবে ঘটানো হল গুজরাটের গণহত্যা। সাম্প্রদায়িক ভেদরেখার গভীর বিভাজন গুজরাটকে পুরোপুরি আড়াআড়ি ভাগ করে দিল। ফেনিয়ে ওঠা বিদ্বেষের বিষে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে দেওয়া হল। বিজেপির ব্যাপক প্রচারের চোটে ক্ষোভ বিক্ষোভ ভুলে বিরাট অংশের মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, হিন্দু ঘরের সব সমস্যার জন্য দায়ী মুসলমানরা। এই অন্ধ বিদ্বেষকে মূলধন করে আকস্মিকভাবে পদত্যাগ করে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচনকে প্রায় ৮ মাস এগিয়ে এনেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মোদিজি। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ বাতাবরণকে কাজে লাগিয়ে হিন্দুত্রাতা সেজে বিজেপিকে গুজরাটে একচেটিয়া সাফল্য এনে দিয়েছিলেন। একই সাথে অসহায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে প্রচার করা হয়েছিল, বিজেপির বিরোধিতা করলে আরও মারাত্মক আক্রমণ হবে। ফলে বাঁচতে হলে বিজেপিকে ভোট দাও।

অত পিছনেই বা যাবার দরকার কী! ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে ‘বিকাশ পুরুষ’ নরেন্দ্র মোদিজি কোমরে দাঁড়িয়ে উন্নয়নের কথা বা রাজনৈতিক বিষয়ে একটা কথাও না বলে, ‘গঙ্গা মা আমাকে ডেকে এনেছে’র মতো অবান্তর কথা বলে বেড়ালেন কেন? সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভরসাতেই নয় কি! লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিরাট জয়ের পিছনে মুজফফর নগরের সুপরিকল্পিত দাঙ্গার ভূমিকা যে বিরাট, তা তাঁর দলের একাধিক নেতা প্রকাশ্যেই বলে বেড়িয়েছেন। ২০১৭ সালেও উত্তরপ্রদেশের তখত দখলের জন্য উন্নয়ন নয়, মোদিজি এবং তাঁর দলের সভাপতি সহ সব নেতারাই শ্মশানঘাট আর কবর স্থানের সংখ্যার তুল্যমূল্য বিচারে ব্যস্ত ছিলেন। মোদিজি নিজে এক মন্দির থেকে আর এক মন্দিরে ঘুরে ঘুরে সেলফি তুলে আর তা সোস্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে হিন্দুত্বের চ্যাম্পিয়ানশিপের বার্তা দিয়ে গেছেন ক্রমাগত। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নানা সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে সস্তা রাজনীতি। জেতার পরেও বিজেপি সরকারের প্রধান কর্তব্য দাঁড়িয়েছে— কসাইখানা বন্ধ করা আর, গো-রক্ষার নামে নরহত্যাকারীদের পক্ষে গরম গরম বুকনি দেওয়া। আসামে বিধানসভা ভোটে জেতার জন্য পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধতার বদলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অ-অসমিয়াভাষী মানুষের বিরুদ্ধে জিগির তোলাটাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য।

কংগ্রেসও স্বাধীনতার পর থেকে একই কাজ করেছে। ওড়িশার রাউরকেলা স্টিল কারখানার জন্য জমি ও জীবিকা হারানো মানুষের ক্ষোভকে বিপথে চালিত করতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার পরিকল্পিত ভাবে দাঙ্গা লাগিয়েছিল ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৪-৬৫তে গুজরাট এবং রাজস্থানের একাধিক দাঙ্গায় কংগ্রেস মদত দিয়েছিল। সে সময় ক্রমবর্ধমান বেকারি, গুজরাট-রাজস্থানের খরা পরিস্থিতিতে কৃষকদের নিদারুণ দুর্দশা থেকে চোখ ফেরাতে স্থানীয় বোহরা মুসলমান ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে একদল হিন্দুকে খেপিয়ে প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস দাঙ্গা লাগিয়েছিল। পরবর্তীকালের ভাগলপুরের দাঙ্গা, শিখ নিধন দাঙ্গা, আসামের গণহত্যাতেও কংগ্রেস মদত দিয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থার সময় আরএসএস-এর সাথে হাত মিলিয়ে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার শক্তিকে মদত দিয়েছিলেন। রাজীব গান্ধী নতুন করে বাবরি মসজিদ-রামমন্দির বিতর্ক উসকে দিয়েছিলেন কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া রুখতে।

কংগ্রেস-বিজেপি উভয়েই অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের কাছে এ ব্যাপারে ঋণী। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর রয়াল কমিশনের সামনে লর্ড এলফেনস্টোন বলেছিলেন, ধর্ম জাতপাতের ভিত্তিতে ভারতীয় সেনাদের ভাগ করে দিতে না পারলে আবার বিদ্রোহের বীজ মাথা তুলবে। ১৮৬২ সালে ভারত সচিব উড বড়লাট লর্ড এলগিনকে লেখেন, ‘ভারতে আমরা ক্ষমতা বজায় রেখেছি এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লড়িয়ে...। সুতরাং সবার ভিতর সম্মিলিত চেতনা জেগে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টির জন্য যা পারেন করুন।’ ১৮৮৮ সালে তৎকালীন ভারত সচিব জর্জ ফ্রান্সিস হ্যামিলটন কার্জনকে নির্দেশ দিয়েছেন, পাঠ্যপুস্তকগুলিকে এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। এমনকী ভারতের বড়লাট লর্ড ডাফরিনকে ব্রিটিশ সরকার নির্দেশ দিয়েছিল ধর্মের ক্ষেত্রে ভেদভাব যাতে বেড়ে ওঠে তা বিশেষভাবে দেখতে। (সূত্র ঃ দাঙ্গার ইতিহাস, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) ইটালি জার্মানির ফ্যাসিস্ট শাসকদেরও হাতিয়ার ছিল উগ্র জাতিবিদ্বেষ এবং ধর্মান্ধতা। যাদের ভক্ত আরএসএস।

আরএসএস ব্রিটিশ সরকারের ধামা ধরেছিল একথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সাম্প্রদায়িকতার প্রসারেও তারা এই ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। তাদের রাজনৈতিক শাখা বিজেপি আধুনিক যুগে সেই ধামাই মাথায় বইছে। পুঁজিবাদের শাসনে জর্জরিত নিঃস্ব-রিক্ত সাধারণ মানুষ যাতে শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে না পারে সে জন্য একচেটিয়া মালিকদের সেবাদাস বিজেপি সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করে একদিকে মানুষের ঐক্য ভাঙছে, অন্যদিকে বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী চিন্তাকে ধ্বংস করে মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই থামিয়ে দিতে চাইছে। হিন্দুর শত্রু মুসলমান নয় বা মুসলমানের শত্রু হিন্দু নয়— ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের প্রকৃত শত্রু যে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা, এই সত্যকে আড়াল করতেই শাসকরা সচেষ্ট।

গবাদি পশু কেনাবেচা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত স্বৈরাচারী

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ মে এক বিবৃতিতে বলেন, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার মাংসের প্রয়োজনে বা ধর্মীয় কারণে বলিদানের উদ্দেশ্যে গরু, ষাঁড়, বলদ, মোষ, বাছুর, উট প্রভৃতি হাটে বা পশু মেলায় কেনাবেচার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা চূড়ান্ত স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। পশুর অনিয়ন্ত্রিত কেনাবেচা বন্ধ করার অজুহাতের আড়ালে এই নিষেধাজ্ঞা আসলে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপরই হস্তক্ষেপ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার ইঙ্গিত এই নির্দেশের মধ্যে স্পষ্ট। কে কী খাবে তার উপর খবরদারি করা শুধু নয়, খাদ্য বেছে নেওয়ার অধিকারকেও এর মধ্য দিয়ে অস্বীকার করা হচ্ছে। প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার থেকেও মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। দূরভিসন্ধিমূলক এই পদক্ষেপ জনগণের এক বিরাট অংশের জীবিকা অর্জনের সুযোগ কেড়ে নেবে। আরএসএস-বিজেপি কী মারাত্মকভাবে তাদের উগ্র সাম্প্রদায়িক এবং ফ্যাসিবাদী কর্মসূচিকে কার্যকর করছে তা এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট। যার ফলে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই মারাত্মক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সমস্ত শুভবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষের ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানো দরকার।

ছত্তিশগড়ে বিজ্ঞান শিবির

ছত্তিশগড়ের রাইপুরে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির উদ্যোগে ২৪-২৫ মে তিনটি বিজ্ঞান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি শিবিরই দু’দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় তিনশ ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। হাতেকলমে বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা এবং তার পিছনে বিজ্ঞানের কার্যকারণ সম্পর্কগুলি ব্যাখ্যা করা হয়। বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরা হয়। ৩০ এপ্রিল রাইপুরের মাল্টিপারপাস বয়েস স্কুলে টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ ও স্লাইড- শোর আয়োজন করা হয়। পরিচালনা করেন কানাই বারিক ও বিজয় কুমার।

হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চাষ করি, দাম পাই না— কদ্দিন সহ্য হয়?

একের পাতার পর

এক প্রৌঢ় মহিলাকে। আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিয়ে তিনি বললেন, 'উপায় কী? অন্যায় হবে গরমকালে আর প্রতিবাদ হবে কি শীতকালে গিয়ে?' নদিয়ার হাঁসপুকুর থেকে আসা ইব্রাহিম সেখ ইউনিভার্সিটির সামনে ফুটপাথের ছায়ায় বসেছেন অন্য সাথীদের নিয়ে। বললেন, 'হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চাষ করি, ফসলের দাম পাই না। কদ্দিন সহ্য হয়?' সুদূর সমুদ্র উপকূল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভুবনেশ্বরী থেকে এসেছেন সুভাষ হালদার। বললাম, সরকার তো দু'টাকা করে চাল দিচ্ছে, তবু কেন

ফসলের ন্যায্য দাম ছিল মিছিলের অন্যতম দাবি

মিছিলে এসেছেন? গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে বললেন, 'ক-জন পায় সে চাল? আর শুধু খেলেই কি মানুষের চলে? ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারি না, অসুখ-বিসুখে ওষুধ পাই না— আমরা কি মানুষ নয়?' ভ্যানচালকরা এসেছেন দল বেঁধে। তাঁদের একজনকে জিজ্ঞেস করতেই উত্তর দিলেন, 'খেটে খাই। সরকার লাইসেন্স দিচ্ছে না। সবাই মিলে রুখে না দাঁড়ালে হবে?' কিন্তু এক দিনের রুজি তো গেল? ছিপছিপে চেহারার যুবকের সটান জবাব, 'না লড়লে সারা বছরের রুজিই চলে যাবে।' সামনে এক জুট-মিলের শ্রমিক। বললেন, 'শুনছি বড় বড় আইটি কোম্পানির ইঞ্জিনিয়াররাও নাকি ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে মিছিল করবে। তাহলেই বুঝুন কেন এসেছি।' মনে করানো হল, এই তো গত চব্বিশে এপ্রিল ধর্মতলায় এলেন, আবার আজ? তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যত অন্যায় হবে তত প্রতিবাদ হবে। পার্টি ডাকলেই আসব।' এবার একটু হাসিমাখা প্রশ্ন করা হল, এসইউসি পার্টির তো কিছুই নেই, না এমএলএ না মন্ত্রী। পাশের একজন বললেন, 'নজরুলের কবিতা পড়েছেন তো ঃ রাজাসনে বসে হওনিকো রাজা, রাজা হলে বসি হৃদয়ে। এই পার্টি হল আমাদের সেই হৃদয়ের রাজা, বুঝলেন?' পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় থেকে এসেছিলেন সঞ্জয় পাত্র। সঙ্গে অষ্টম শ্রেণিতে পড়া ছেলে আকাশ। জিজ্ঞেস করলাম, এই ছেলেকে নিয়ে এসেছেন রাজনীতির মিছিলে? উত্তরটা দিল আকাশ নিজেই। বলল, পাশফেল চালু করার দাবিতে এসেছি।

অঙ্গনওয়াড়ি, মিড ডে মিল কর্মীদের পাশাপাশি সুন্দরবনের মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করা মানুষও সামিল ছিলেন মিছিলে

কলেজ স্ট্রিট পাড়া মানেই বইপাড়া। সব দলের মিছিলই দেখেন তাঁরা। তাঁদেরই একজন বললেন,

শিশু কোলে মায়েরাও সামিল

এত মানুষ আপনাদের দলে! তবে আপনারা ভোটে জেতেন না কেন? বই কিনতে এসেছিলেন মেডিকেল কলেজের এক অধ্যাপক। উত্তরটা দিলেন তিনিই। বললেন, ভোট কি আমরা দিই? টাকার জোর, প্রচারের জোরে ভোট হয়। ওনারাই তো লড়ছেন।

বেলা প্রায় আড়াইটে। ছাত্র-যুব-কৃষক-শ্রমিক-মহিলা প্রভৃতি গণসংগঠনের নেতারা একে একে বক্তব্য রাখার পর সভার সভাপতি কমরেড তপন রায়চৌধুরী একটি প্রস্তাব পাঠের জন্য মঞ্চে ডেকে নিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষালকে। দু'দিন আগেই কলকাতায় বামফ্রন্টের একটি বিক্ষোভ মিছিল উপলক্ষে সাংবাদিকদের ব্যাপক মারধর করেছে পুলিশ, তার তীব্র প্রতিবাদ করে উত্থাপিত হল প্রস্তাব। সমর্থন করে বক্তব্য রাখলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস

মিছিলে সামিল বেকার যুব সমাজ

ভট্টাচার্য। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমরেড স্বপন ঘোষ।

এরপর বক্তব্য রাখতে এসে বিশাল জমায়েতকে লক্ষ করে কমরেড সৌমেন বসু বললেন, এ বছরটি ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ। একশো বছর আগে রাশিয়ার মানুষের দুরবস্থাও আমাদের মতোই ছিল। মহান লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত বিপ্লব প্রমাণ করেছিল, ভোট দিয়ে, সরকার পাল্টে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে না। শোষণমূলক পুঁজিবাদের উচ্ছেদ চাই, রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। পাল্টা গড়ে তুলেছিলেন সোভিয়েত, জনগণের কমিটি। নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে আমরা জনগণকে বলছি, কমিউনিস্ট আদর্শকে ভিত্তি করে মহান চিন্তানায়ক ও শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্দেশিত পথে আমাদের দল এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে নতুন সমাজ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে গোটা দেশ জুড়ে সংগ্রাম করে চলেছে। কোনও শক্তি আমাদের আটকে রাখতে পারবে না।' তিনি বলেন, 'রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কার্যত আম্বানি আদানি টাটা বিড়লাদের মতো কর্পোরেটের দাসত্ব করছে, এগুলি সব ক্রীতদাস সরকার। পুঁজিবাদকে বাঁচাতে একদিকে তারা সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছে অন্য দিকে ভড়ং করে

মদ বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে রাজ্যে

নেতাজির গলায় মালা দিচ্ছে। নেতাজি বলেছিলেন, ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি থেকে বাদ দিতে। বিজেপি কি তা করে? এমনকী বিবেকানন্দের নাম উচ্চারণেরও অধিকার নেই ওদের। বিবেকানন্দ বলতেন, আমি মুসলমান, আমার ছেলে খ্রিস্টান আর আমার স্ত্রী বৌদ্ধ হলেও আমরা নির্বিবাদে একসাথে থাকতে পারি'। তিনি বলেন, আসলে এরা বিবেকানন্দ নামটাকে ভোটের বাক্সে ব্যবহার করতে চায়। তাঁর মনের কথা, প্রাণের ব্যথাকে মাড়িয়ে যেতে চায়। বিজেপি অত্যন্ত সংকীর্ণ গোঁড়া মৌলবাদী

স্থায়ীকরণের দাবি তুলে মিছিলে অস্থায়ী কর্মীরা

একটি দল যারা হিন্দুত্বের নাম ব্যবহার করে মানুষে-মানুষে ভেদ ঘটায়, মানুষকে অপমান করে, হত্যা করে। এ রাজ্যের প্রেক্ষিতে কমরেড বসু বলেন, 'আমরা বাম ঐক্য চাই কিন্তু তা নির্বাচনী সুবিধার জন্য নয়। ঐক্য চাই ব্যাপক গণআন্দোলনের স্বার্থে। সিপিএম নেতৃত্ব ভোটের স্বার্থে কংগ্রেসের মতো দলের সাথে হাত মিলিয়ে বামপন্থাকে অপমানিত

মোটরভ্যান শ্রমিকরা সামিল তাঁদের দাবি নিয়ে

করছে। এর দ্বারা তাদের দলে আজও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা যাঁরা আছেন তাঁদেরও ঠকাচ্ছে। সিপিএমের সৎ কর্মী-সমর্থকেরা বিষয়টা ভেবে দেখবেন।' ভাঙড়ের জমিরক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে কমরেড বসু বলেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমিরক্ষার আন্দোলনের মাথায় চেপে সরকারি ক্ষমতা পেয়ে আজ তৃণমূল সরকার ভাঙড়ে কৃষকদের জমিরক্ষা আন্দোলনকে লাঠি-গুলি-গুন্ডা দিয়ে দমন করছে, বিপরীতে সিপিএম সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে অত্যাচারীর ভূমিকা নিয়ে এখন ভাঙড়ে কৃষকদরদি সাজছে। এই ভণ্ড রাজনীতির

সকলের জন্য রেশন কার্ড ছিল মিছিলের অন্যতম দাবি

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রকৃত সংগ্রামী বামপন্থাকে চিনতে হবে জনগণকে। তিনি বলেন, গণআন্দোলনই জনগণের দাবি আদায়ের একমাত্র পথ। আসুন দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে বাধ্য করি দাবি মানতে।

কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয় বেলা তিনটায়। এগিয়ে চলে ধর্মতলার দিকে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের চৌমাথায় অভিনন্দন মঞ্চে ছিলেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস দেবপ্রসাদ সরকার, শঙ্কর সাহা, গোপাল কুণ্ডু, ছায়া মুখার্জী। তাঁরা মিছিলে আগত কমরেডদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। দু-পাশের ফুটপাথে তখন উপচে পড়া ভিড়, উৎসাহী দৃষ্টি স্লোগান-মুখরিত জনতরঙ্গের দিকে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

মিছিলের মাথা যখন ডোরিনা ক্রসিংয়ে, শেষ তখনও কলেজ স্কোয়ারে

চারের পাতার পর

চোখে-মুখে প্রত্যাশার আলো। মূল্যবৃদ্ধি-বেকারি-ছাঁটাইয়ের চাপে পিষ্ট মানুষ ঠগী শাসকদের 'উন্নয়ন' থেকে নিস্তার চাইছে। প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে, কবে সঠিক দল ও নেতৃত্ব পাবে। তাই পৌনে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে একটু অসুবিধা হলেও বিরক্তি

এসএসসি উত্তীর্ণদের নিয়োগে টালবাহানার প্রতিবাদে এই মিছিল

বা অস্বস্তির প্রকাশ নেই। বরং এস ইউ সি আই (সি) -র এত বিরাট মিছিলে তারা আনন্দিত।

একদিন পর রাস্তায় এক পথচারী দলের এক কর্মীর থেকে গণদাবী কিনে বললেন, আরও দুটো দলের মিছিল তো দেখলাম, আপনাদের মিছিলও দেখলাম। আপনাদের মিছিলেই লোক হয়েছিল সবচেয়ে বেশি, আর কী সুশৃঙ্খল—মাথায় ফেট্টি বেঁধে হুল্লোড়বাজি নেই, কোনও রকম উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। অথচ সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলগুলি ব্যাপক প্রচার দিল বাকি দলগুলোকেই। আপনাদের বেলায় শুধু জ্যামে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সির ছবি। আপনাদের লাইনটাই ঠিক, চালিয়ে যান। আর এক ব্যক্তি বললেন, আমি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে মিছিল দেখেছি।

বোঝা গেল, পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার, তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস, যতই গরম গরম কথা বলুক, যতই টোটকা দেওয়ার চেষ্টা করুক, আর সংবাদমাধ্যমের একাংশ যতই মিছিলের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার করুক। মূল্যবৃদ্ধি-দুর্নীতি-দুর্দশার হাত থেকে বাঁচতে মানুষ পথে নামবেই, লড়বেই— মিছিলের সমর্থনে গলা তুলবেই, কোনও ভাবেই তাদের বিভ্রান্ত করা যাবে না। এ লড়াই যে বাঁচার লড়াই। তাই তো সংগ্রামরত মানুষ শুধু মিছিলে এসেই ক্ষান্ত নন, তাঁরা সক্রিয় সজীব প্রাণবন্ত। কখনও পাশের ক্লান্ত কোনও নতুন কমরেডকে জল এগিয়ে দিচ্ছেন হাসিমুখে, কখনও পথচারীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন শান্তভাবে। মিছিলের মাথা যখন ধর্মতলায় পৌঁছে গিয়েছে, তখনও শেষাংশ কলেজ স্কোয়ারে। যাঁরা রাস্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছেন তাঁরাও নিজেদের অজান্তে কখন মিছিলেরই একজন হয়ে গেছেন। তাই এত বড় মিছিল, যা রাস্তার একটি পয়েন্ট পার করতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় নিয়েছে, একান্ত নিরুপায় না হলে তাকে ভেঙে পেরিয়ে যাওয়ার কথা মানুষ ভাবেননি।

মহামিছিল ধর্মতলা পৌঁছায় বিকাল সাড়ে চারটেয়। সেখান থেকে দু'টি প্রতিনিধি দল যায়

কোনও সরকারেরই কৃষক-সমস্যায় নজর নেই। এই মিছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বিধানসভা ও রাজভবনে। তাঁরা স্মারকলিপি দিয়ে ফেরা পর্যন্ত সভা চলে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জি এবং কমরেড শঙ্কর ঘোষ। দীর্ঘ মিছিলের পরেও জনতা বক্তব্য শুনেছে ধৈর্য ধরে। প্রতিনিধি দল ফিরে এলে তাঁদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড তরুণ নস্কর। মিছিলের শেষে নেতৃত্ব ঘোষণা করেন, মিছিলের বার্তা নিয়ে এরপর এলাকায় এলাকায় গণকমিটি গঠন করে আন্দোলন চলবে।

শিক্ষামন্ত্রী নাকি জানেন না

মহামিছিল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করতে বিধানসভায় গিয়েছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ জনের এক প্রতিনিধিদল। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে থাকায় তাঁর হয়ে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন দাবির প্রতি সহমত পোষণ করলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য বিস্ময়কর। অন্যতম দাবি ছিল—সিঙ্গুর আন্দোলনের বিকৃত ইতিহাস সিলেবাস থেকে বাতিল করতে হবে। কেন বাতিল করতে হবে তা উল্লেখ করে বলা হয়, গোটা সিঙ্গুর আন্দোলনকে দেখানো হয়েছে তৃণমূলের আন্দোলন হিসাবে। যে 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র নেতৃত্বে এই আন্দোলন হল, তার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। যে যুবকরা, মহিলারা চাষিরা, সরাসরি পুলিশকে মোকাবিলা করে এই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁদের নামও নেই। বরং রয়েছে তৃণমূলের এক ঝাঁক নেতা-মন্ত্রীর নাম। তা ছাড়া যে নন্দীগ্রাম-আন্দোলন আগে সফল হল এবং সিঙ্গুর আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে বিজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিল তারও উল্লেখ নেই। এটা ইতিহাসের বিকৃতি ছাড়া কী?

পাশফেল চালুতে টালবাহানার প্রতিবাদে এই মিছিল

শিক্ষামন্ত্রী এ কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'এমন হয়েছে? দেখতে হবে'। একটা বিকৃত এবং দলবাজিপূর্ণ ইতিহাস অষ্টম শ্রেণির সিলেবাসে ঢুকে গেল—অথচ শিক্ষামন্ত্রী তা জানেন না, এটা বিস্ময়কর নয় কি? এটা কি দায় এড়ানোর অপপ্রয়াস?

বিপুল মিউটেশন ফি-বৃদ্ধির প্রশ্নে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কত বেড়েছে? প্রতিনিধি দল বলেন, স্তরভেদে কোথাও ৪০ গুণ, ৬০ গুণ বেড়েছে। এটা কি বেশি বৃদ্ধি নয়? মন্ত্রী বলেন, অনেক দিন পর বেড়েছে। প্রতিনিধিরা বলেন, বেড়েছে তো অস্বাভাবিক। জনস্বার্থে এটা কমানো উচিত। মন্ত্রী বলেন, 'দেখবো'।

পাশ-ফেল চালুর প্রশ্নে মন্ত্রীকে বলা হয়, বেশ কিছু রাজ্য পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে এনেছে। পশ্চিমবঙ্গে তা হচ্ছে না কেন? মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র বললেই চালু করা যাবে। প্রতিনিধিরা বলেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক তো বলেছে কোন ক্লাস থেকে চালু করা হবে তা রাজ্য সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মন্ত্রী বলেন, পাশ-ফেল প্রশ্নে আপনারা কী চান এটা চিঠিতে লিখিতভাবে জানান।

কী বললেন রাজ্যপাল

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের নেতৃত্বে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে দাবিপত্র পেশ করে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের যে সমস্ত জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এই মহামিছিল, রাজ্যপাল তা কেন্দ্রীয় মোদী সরকারকে জানানোর আশ্বাস দেন।

২৯ মে বিধানসভা গেটে এ আই ডি এস ও-র বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুপ মাইতি সহ কমরেডস গোপাল সিংহ, অরিজিৎ জানা (ছবি), সৌপ্তিক পাল, রামিজ আখতার, সায়ন্তন বসু এবং ভোলা রায় সহ মোট ৫৬ জন।

অবিলম্বে পাশফেল চালুর দাবিতে ২৯ মে বিধানসভায়
ছাত্র বিক্ষোভে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ

পাঠকের মতামত

যে বিচার এখনও বাকি

১৬ ডিসেম্বর ২০১২ রাতের অন্ধকারে চলন্ত বাসে কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। গণআন্দোলনে এটা একটা ইতিহাস। লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিলে জমায়েতে ধর্ম বা জাতের বাধা-নিষেধ কাজ করেনি। কুচক্রী রাজনৈতিক দলের ভ্রূকুটিও কাজে দেয়নি। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নরপশুদের চরমতম শাস্তির দাবিতে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল। দীর্ঘ দিন ধরে জমে থাকা বহু নির্যাতন, বহুবঞ্চনা, যা তিল তিল করে মানুষকে পীড়িত করে তুলছিল, সব একত্রিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে, নির্ভয়া বিচারের দাবিতে আহ্বান জানিয়েছিল। গণআন্দোলনের চাপে অপরাধীদের পুলিশ ধরতে বাধ্য হয়েছিল। ধর্ষকদের মধ্যে নাবালকত্বের কারণে একজনকে জুভেনাইল আদালত ছাড় দেয়, একজন তিহার জেলে আত্মহত্যা করে। বাকি চারজনের যে ফাঁসির আদেশ নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত দেয়, ৫ মে ২০১৭ সুপ্রিম কোর্ট সেই ফাঁসির আদেশ বহাল রাখে। এটাই সত্য, অগণিত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও ধারাবাহিক শক্তিশালী আন্দোলনের জয় হল।

এই ক্লেদাক্ত সমাজ তৈরির কারিগর এবং কান্ডারিদের উপযুক্ত বিচার না হলে এই ধরনের বা আরও যদি খারাপ কিছু থাকে, তা তো ঘটতেই থাকবে। দৈনন্দিন সংবাদমাধ্যম তারই সাক্ষ্য দেয় না কি? ফাঁসির রায়ে তিন বিচারপতি দীপক মিশ্র, অশোক ভূষণ, ভানুমতী বলেছেন, 'এই অপরাধের মধ্যে শুধু যৌনতার জান্তব উল্লাস রয়েছে। বিকৃতমনস্ক কামনার প্রকাশ রয়েছে। মহিলার মানবিক মর্যাদাকে তারা হত্যা করেছে। এই ধরনের লালসার বহিঃপ্রকাশ, যৌন ক্ষুধা, হিংসার খিদে, শৃঙ্খলাহীন কামের ইচ্ছে দেখে পুরো দেশে সুনামি নেমে এসেছিল, ফাঁসির সাজা যদি কাউকে দিতে হয়, তা হলে এটাই হল আদর্শ মামলা'। বিচারপতি ভানুমতী সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন, ২০০৫ থেকে ২০১৫-এর মধ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ১১০ শতাংশ বেড়েছে, ২০১১-র তুলনায় ২০১৫-তে এই ধরনের অপরাধ ৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচারপতি ভানুমতীর মতে 'শুধুমাত্র কঠোরতম শাস্তি দিয়ে এমন সমস্যার সমাধান হবে না। ভারতের মতো সমাজ ব্যবস্থায় মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। আর সেটা করতে হবে একেবারে ছোটবেলা থেকে'।

বিচারপতিরা আরও সংবেদনশীল হয়ে খোঁজ করলে জানতে পারতেন সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলিতে মনুষ্যত্ব গঠন, চরিত্র গঠন—এ সমস্ত পাঠ এখন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, পড়াশোনাটাই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের সামনে কোনও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখায় না। স্কুল স্তর থেকেই কলকারখানার শ্রমিক তৈরির ব্যবস্থা অথবা স্বনির্ভর স্বরোজগারি হয়ে ওঠার হাতেখড়ি হয়। আর মালিক বা মালিকি ব্যবস্থার জন্য আছে বেসরকারি স্কুলগুলিতে উচ্চমানের শিক্ষা। স্কুলের অঙ্গণ আজ মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান নয়। এর জন্য দায়ী বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা। শৈশবকালীন শিক্ষায় কি কোথায়ও, বাড়িতে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ওই ধরনের হীন প্রবৃত্তি শেখানো হয়? ... না। তা হলে এগুলির জন্ম যে সমাজ থেকে, সেই পঙ্কিল সমাজব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করতে হবে, নতুন সমাজ গড়তে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেড়শো বছর আগে তাঁর যুগে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'এ দেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এ দেশের ভাল হয়'।

বধূহত্যা, বধূনির্যাতন, বিবাহবিচ্ছেদ, তালাক, পণের দাবি, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, যৌনরোগ, কন্যাহত্যা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, গর্ভপাত, পতিতাবৃত্তি, নারী পাচার, শিশুপাচার ইত্যাদি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বিশ্বজুড়ে মানবসভ্যতা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চায়— এ নিয়ে কোনও দ্বিমতও নেই। অথচ কেন এই অপরাধ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা নিয়ে সমাজপ্রভুরা, বিজ্ঞানীরা, ধর্মীয় গুরুরা প্রশ্ন উত্থাপন করছেন না। ক্লেদাক্ত চিন্তার উৎস মূল কোথায়? মূল জায়গাটা রয়েছে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়। এই মুনাফালোভী পুঁজিবাদ আয়ত্ত করেছে যে, মানুষকে পশু করে তুলতে না পারলে তাদের কাছ থেকে পশুর কাজ আদায় করা সম্ভব নয়। ঢালাও মদ-ড্রাগ বিক্রি চাই, তার জন্য চাই নারীদেহ, হোটেলে চাই উদ্দামতা, ধর্ষণের জন্য প্রবৃত্তিকে উস্কানি দেওয়ার জন্য চাই যৌনতা এবং নৃশংসতামূলক সিনেমা ইত্যাদি মুনাফা অর্জনের নিত্য নতুন হাতিয়ার। এগুলির জন্য চাই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সেই ধরনের রাজনৈতিক দল। এরাই আজ সম্মিলিতভাবে মানুষকে পশুর থেকেও নিচে নামিয়ে এনেছে। যে ব্যক্তিস্বাধীনতা একদিন অন্যদের ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্যও লড়ত, মর্যাদা দিত, আজ সেই ব্যক্তিস্বাধীনতা নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদে পর্যবসিত। এই ব্যক্তিবাদ কেবলমাত্র নিজের দৈহিক-মানসিক সুখের মূল্য দেয়, পারিবারিক সম্পর্কের তোয়াক্কা করে না, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছেড়ে সে লিভ-টুগেদার গড়ে তুলছে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আশ্রয় এখন ওল্ড হোম। শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে জাত এই ব্যক্তিবাদ বর্তমান সমাজপ্রগতির প্রতিবন্ধক। যথার্থ বিজ্ঞান নির্ভর মার্কসবাদী দর্শনের ভিত্তিতে জার সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত করে ১০০ বছর আগে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমাজের ভিতরে যে সব ক্লেদ যুগ যুগ ধরে জমা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে মার্কসবাদী দর্শনের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিপ্লবীরা তীব্র লড়াই চালায়। এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়াকে সেই স্থানে নিয়ে যায়—যেখানে পতিতাবৃত্তি, নারী নির্যাতন, ভ্রূণ হত্যা, গর্ভপাত, সুরাসক্তি, অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রভৃতি তারা নির্মূল করতে পেরেছিল। বিদ্যাসাগর যে বলেছিলেন সাত পুরু মাটি ওপড়াতে হবে, সোভিয়েত তা করে দেখিয়েছিল, যদিও বিদ্যাসাগর তা দেখে যেতে পারেননি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তা দেখেছিলেন রাশিয়ায় গিয়ে। বলেছিলেন, 'রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থ দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত'। কী করে সোভিয়েত এটা করতে পেরেছিল? মার্কসবাদী দর্শনের যে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে এটা হতে পারল, তা জানার জন্য পড়ুন—ডাইসন কার্টার লিখিত 'জীবনের সন্ধানে', দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'নিষিদ্ধ কথা নিষিদ্ধ দেশ'। সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ডে যুক্ত মানুষদের জীবন সংগ্রাম এই ক্লেদ থেকে মুক্ত করারও সংগ্রাম। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের নিরলস সংগ্রাম চালাতে হয়।

সুরজিৎ দেব রায়
কোন্নগর, হুগলি

দ্যাশটা কিন্তু আগাইছে!

হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও দু'বেলা ঠিকমতো খাওয়া জুটছে না? পয়সার অভাবে ছেলেমেয়ের পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে? বেকার ভাইটা বছরের পর বছর হন্যে হয়ে ঘুরেও কাজ জোটাতে পারছে না? দেশের হাল খারাপ? কিন্তু সরকারি পরিসংখ্যানের খাতায় তো উজ্জ্বল অগ্রগতির ছবি!

কী করে? হাজির আছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর কেন্দ্রীয় রাশিবিজ্ঞান সংস্থা সিএসও। হাতে আছে সংখ্যাতত্ত্বের জাদু। আর আছে পরিসংখ্যান তৈরির নানা কায়দা-কানুন। কে ঠেকাবে মোদি সাহেবদের? জীবনে যা-ই ঘটুক, বাস্তবে আপনি যা-ই দেখুন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রমাণ করেই ছাড়বে, আপনি যা দেখছেন তা ঠিক নয়, দেশ এগিয়েই চলেছে। 'আচ্ছে দিন' প্রায় এসেই গেছে।

তাই কাজে লেগে পড়েছে কেন্দ্রীয় রাশিবিজ্ঞান সংস্থা সিএসও। শিল্পোৎপাদন তলানিতে ঠেকেছে। সরকারি নির্দেশে তা উপরে ঠেলে তুলতে অর্থনীতির সূচকগুলির হিসাবের পদ্ধতিটাই বদলে দিচ্ছে তারা। কলমের এক খোঁচায় আবারও পাল্টে দিয়েছে ভিত্তিবর্ষ। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিএসও ঘোষণা করেছে ২০০৪-'০৫-এর বদলে এখন থেকে নতুন ভিত্তিবর্ষ হবে ২০১১-'১২। এর ফলে পাল্টে যাবে শিল্প উৎপাদনের সূচক বা আইআইপি এবং পাইকারি মূল্য সূচক ডব্লিউপিআই। বাস্তবে না বাড়লেও নতুন হিসাবে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার বেড়ে দাঁড়াবে ৫ শতাংশে। পুরনো হিসাবে তা ছিল মাত্র ০.৭ শতাংশ। খুশির কথা নয়!

শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়লেই চলে না, দামও রাখতে হবে নাগালের মধ্যে। কমাতে হবে মূল্যবৃদ্ধির হার। তার জন্যও ম্যাজিক হাজির। পাল্টে দাও ভিত্তিবর্ষ। সাধারণত যে সময়ের মূল্যবৃদ্ধির হিসাব কষা হচ্ছে তার ১০ থেকে ২০ বছর আগেকার কোনও বছরের দামকে মাপকাঠি ধরা হয়। তার উপর হিসাব হয়, সেই ভিত্তিবর্ষের তুলনায় বর্তমান মূল্য কত বেড়েছে বা কমেছে। ভিত্তিবর্ষকে ১০-২০ বছরের বদলে এগিয়ে দিয়ে ২-১ বছর আগের সালকে ভিত্তি ধরে মূল্যবৃদ্ধি হিসাব করা হলে দেখানো যায় দাম বৃদ্ধির হার খুব বেশি নয়। সব সরকারই এই কাজ করে। বিজেপিও এই কারচুপিতে হাত পাকিয়েছে। গোটা বিশ্বে মূল্যবৃদ্ধির হার মাপার জন্য চালু রয়েছে ভোগপণ্যের দামের সূচক বা সিপিআই (কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স), যা খুচরো দামের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। সেই হিসাবে মূল্যবৃদ্ধির চড়া হার আড়াল করা যায় না। কোই বাত নেহি! হিসাব হবে পাইকারি মূল্য সূচক বা ডব্লিউপিআই-এর ভিত্তিতে। তাহলেই কমিয়ে দেখানো যাবে মূল্যবৃদ্ধির হার। কারণ পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হারের থেকে কম থাকে। পুরনো হিসাবে ২০১৬-'১৭-তে মূল্যবৃদ্ধির হার ৩.৭ শতাংশ। নতুন হিসাবে তা কমে হবে ১.৭ শতাংশ। বাজারে সবজি-মাছ অগ্নিমূল্য? দোকানে জিনিস কিনতে গিয়ে দাম শুনে চক্ষু চড়কগাছ! তাতে কী হয়েছে? সত্যি দাম কমাতে না-ই পারুক, সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে দাম বৃদ্ধির হার কমিয়েই দিয়েছে মোদি সরকার! আপনার খুশি না হয়ে উপায় আছে! এবং এভাবেই উন্নয়নের হিসাব তুলে ধরছে বিজেপি সরকার।

এ জিনিস নতুন নয়। সংখ্যাতত্ত্বের ভেলকিবাজিতে হয়কে নয় করা বিজেপি সরকারের কাছে জলভাত। বছর দুয়েক আগে ২০১৫ সালের শুরুর দিকে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির হার বেশি করে দেখাতে হিসাবের পদ্ধতিই পাল্টে দিয়েছিল কেন্দ্রের মোদি-সরকার। হিসাবে কারচুপিতে সেবার ভারতের বৃদ্ধির হার চিনকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল! তার এক বছর আগে সদ্য ক্ষমতায় বসেছেন নরেন্দ্র মোদি। বিজেপির রাজত্বে ভারতের অর্থনীতির নাটকীয় বিকাশ দেখানোর তাড়নায় কেন্দ্রীয় সরকার সেবার পণ্যের বাজারের দামের (মার্কেট প্রাইস) বদলে উৎপাদনের উপকরণের ব্যয় (ফ্যাক্টর কস্ট)-এর ভিত্তিতে জিডিপি হিসাব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একই সাথে ভিত্তিবর্ষও পাল্টে দেওয়া হয়েছিল। ফলও ফলেছিল মোদি-সরকারের সাজানো ছকেই। সেই বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছিল ৭.৫ শতাংশ, চিনের চেয়েও বেশি! অবাক হয়েছিলেন অর্থনীতিবিদরা। শিল্প-উৎপাদনের ও কর সংগ্রহের পরিমাণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যই যে উল্টো কথা বলছে! খোদ সরকারি পরিসংখ্যানেই বেরিয়ে এসেছে অর্থনীতির বেহাল দশার ছবি। তা সত্ত্বেও বৃদ্ধির হার এত বেশি হয় কী করে! রহস্য লুকিয়েছিল বৃদ্ধির হার মাপার নতুন পদ্ধতি ও ভিত্তিবর্ষ পরিবর্তনের ঘটনার মধ্যে।

২০১৬-'১৭-র শেষ ত্রৈমাসিকেও ৭ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির হার দেখিয়েছে মোদি সরকার। তিন তিন বার পরিমাপের ভিত্তি পরিবর্তন করে জিডিপির এই উচ্চ হার দেখাতে হয়েছে সরকারকে। গত বছরে নোট বাতিলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদন, জিডিপি হিসাবের সময় অত্যন্ত হিসাব কষে সে সংক্রান্ত পরিসংখ্যান যথাযথভাবে নেওয়া হয়নি। অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন, ভিত্তি না পাল্টানো হলে এই হার দাঁড়াত ৬.২ শতাংশে। আর যদি অসংগঠিত ক্ষেত্রে উৎপাদনের সঠিক হিসাব জিডিপি পরিমাপে যুক্ত করা হত, তাহলে এই হার আরও কমে হত ৫ শতাংশের কম। বাস্তবকে এড়াতে চেয়ে এভাবে সংখ্যাতত্ত্বের ভেলকিবাজিতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেখাতে চাইছে, নোট বাতিলের ফলে দেশের অর্থনীতিতে কোনও কুপ্রভাব পড়েনি। কিন্তু বাস্তবটা দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে!

'বিকাশ পুরুষে'র এছাড়া উপায়ই বা কী! বেকার সমস্যা বীভৎস চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে। গোটা দেশের কর্মক্ষম যুবক-যুবতীর অর্ধেকের বেশি কর্মহীন। নতুন কলকারখানা, চালু হওয়া দূরের কথা একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফসলের দাম না পেয়ে প্রতি বছর অসংখ্য ঋণগ্রস্ত চাষি আত্মহত্যা করছে। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। উৎপাদন যা হচ্ছে, তা কেনার ক্ষমতা নেই দেশের অধিকাংশ খেটে-খাওয়া মানুষের। ফলে উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার না করে কারখানা মালিকরা কমিয়ে দিচ্ছে উৎপাদনের পরিমাণ। মুনাফা তুলছে দাম বাড়িয়ে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছে দারিদ্রের অতলে। ফুলে ফেঁপে উঠছে শুধু আম্বানি, আদানি, টাটাদের মতো বৃহৎ শিল্পপতিরা। সরকারি তথা দেশের সম্পত্তির অবাধ লুঠতরাজ চালাচ্ছে তারা। এই অবস্থায় গোটা দেশের অর্থনীতির উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরতে হলে সংখ্যাতত্ত্বের কারচুপি করা ছাড়া অন্য পথ কোথায় বিজেপি সরকারের? সেই ধোঁকাবাজির পথে হেঁটেই নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার 'আচ্ছে দিন'-এর স্লোগান তুলে দেশ কেমন তরতর করে এগিয়ে চলেছে। সাজানো উজ্জ্বল পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাদের শাসনে ভারতীয় অর্থনীতির বিপুল উন্নয়নের জয়ঢাক পেটাচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই অন্তিমকালে সব দেশেই বুর্জোয়া শাসকরা এই একই পথে হাঁটছে। নরেন্দ্র মোদিরা ব্যতিক্রম হবেন কী করে?

প্যারামেডিকেল কর্মীদের আন্দোলন

সম কাজে সম বেতন, প্যারামেডিক কাউন্সিল গঠন, চুক্তিতে নিযুক্ত সমস্ত প্যারামেডিক কর্মীদের একটি দপ্তরের অধীনে এনে স্থায়ীকরণ, হেলথ হ্যাজার্ড ভাতা, ইন্টার্ন ছাত্রদের ভাতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন, ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট সংশোধন সহ ১০ দফা দাবিতে ২৩ মে অল বেঙ্গল প্যারামেডিকেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে স্বাস্থ্যভবনে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে রাজ্যের ৫৬টি ব্লাড ব্যাঙ্কের টেকনোলজিস্ট সহ বিপুল সংখ্যক সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা অংশ নেন। নিক্কো পার্কে সমবেত হয়ে বেলা ১২টায় সুসজ্জিত মিছিল স্বাস্থ্যভবনে পৌঁছায়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষ, সম্পাদক কমরেড রেখা গোস্বামী, সহ-সম্পাদক মানস মুখার্জী ও অনুপম সেনগুপ্ত। স্বাস্থ্যভবনের গেটে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করলে সেখানেই কর্মীরা অবস্থানে বসেন। কমরেড রেখা গোস্বামীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অফ হেলথ-কে ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশনে ছিলেন রেখা গোস্বামী, মানস মুখার্জী, অনুপম সেনগুপ্ত (আর জি কর হাসপাতাল), চুমকি মুখার্জী (সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংক), মহম্মদ জামাল (কলকাতা মেডিকেল কলেজ)।

স্মারকলিপি গ্রহণ করেন জয়েন্ট ডাইরেক্টর পার্সোনাল ও জয়েন্ট সেক্রেটারি। অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর হেলথ সেক্রেটারি (অ্যাডমিন) দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। অবস্থান সভায় বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন জেলা ও প্রতিষ্ঠান থেকে আগত স্বাস্থ্যকর্মীরা। সভার শেষে সভাপতি শান্তি ঘোষ বলেন, আমাদের সংগঠন রোগী পরিষেবা চালু রেখে আজকের এই বিক্ষোভ সমাবেশ করছে। দাবি পূরণ না হলে আরও বড় আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সেদিন রোগী পরিষেবা ও ব্লাড ব্যাঙ্কের কাজ ব্যাহত হলে তার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

আইনজীবীদের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার

আইনজীবী, মুহুরি এবং বিচারপ্রার্থীদের স্বার্থে নানারকম কর্মসূচি পালন করে থাকে লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার। এই সংগঠনের গণতান্ত্রিক পরিচালনা ও দলবাজি বর্জিত কার্যকলাপ আইনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের উত্তরোত্তর সমর্থন লাভ করছে। তার ফলে নির্বাচনেও তাঁরা জয়ী হচ্ছেন। গত মার্চে বারুইপুর বঙ্কিম স্মৃতি ফৌজদারি আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের ৩ জন প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। প্রবীণ জনপ্রিয় আইনজীবী বাসুদেব মণ্ডল এবার নিয়ে পর পর চারটি নির্বাচনে জয়ী হন। আইনজীবী রণজিৎ নস্করও এবার সহ চারটি নির্বাচনে সহ সম্পাদকের পদে জয়ী হন। অপরজন নবীন আইনজীবী অভিজিৎ হালদার এবার প্রথম নির্বাচনে দাঁড়িয়ে অনায়াসে জিতে যান।

বারের মোট ১৬ আসনের নির্বাচন এবারেও ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শাসকদলের সমর্থক আইনজীবীদের একগুঁয়েমি ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে এই সংগঠন লড়াই করেছে। বর্তমান শাসকদলের সমর্থক আইনজীবীদের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ, বেপরোয়া সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করার প্রয়োজনে 'অ্যাডভোকেট ইউনাইট' প্যানেল গড়ে তোলা হয়। লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে গঠিত এই প্যানেলের সঙ্গে মূলত বর্তমান শাসক দলের প্যানেলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। মোট ১৬টি আসনের মধ্যে ৭টিতে অ্যাডভোকেট ইউনাইট প্যানেল জয়লাভ করে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আইনজীবী কার্তিক রায় জানান, ল কমিশন অফ ইন্ডিয়া রিপোর্ট (নং-২২৬), দি অ্যাডভোকেট অ্যাক্ট, ১৯৬১ (রেগুলেশন অফ লিগ্যাল প্রোমোশন) সংশোধন করে অ্যাডভোকেটদের গণতান্ত্রিক অধিকার, প্রতিবাদের অধিকার, সিজ অফ ওয়ার্কের অধিকার কেড়ে নিতে অ্যাডভোকেটস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৭ আনা হয়েছে। এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী কালা বিল বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার জন্য আইনজীবী সহ সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ডি এস ও-র স্মারকলিপি

সেমেস্টার ও সিবিসিএস (চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম) প্রথা বাতিলের দাবিতে ২২ মে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে স্মারকলিপি দিল এ আই ডি এস ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি। কলেজগুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব ও পরিকাঠামোগত ঘাটতির ফলে নিয়মিত ক্লাসের অভাব, উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিলম্ব ইত্যাদি উল্লেখ করে স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে সেমেস্টার এবং সি বি সি এস চালু হলে পঠন-পাঠনকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বিপদ রয়েছে প্রতি সেমেস্টারে ফি-বৃদ্ধির। সিবিসিএস প্রথা শিক্ষার মানের অবনমন ঘটাবে। এদিনের বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস প্রদীপ ওঝা এবং সুরজিৎ সামন্ত।

কাশ্মীরের সেনা অফিসারকে পুরস্কৃত করা গুরুতর অন্যায়

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ মে এক বিবৃতিতে বলেন, কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর জনৈক মেজর ৯ এপ্রিল বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলা করতে যেভাবে একজন অসামরিক কাশ্মীরি ব্যক্তিকে মানবঢাল হিসাবে সামরিক গাড়ির সামনে বেঁধে ঘুরিয়েছে তা নিষ্ঠুরতার ও বর্বরতার এক ভয়াবহ নিদর্শন। এর উদ্দেশ্য—সেনাবাহিনীর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীদের এই হুঁশিয়ারি দেওয়া যে, প্রতিবাদ করলে এই রকম শাস্তি পেতে হবে। এই বীভৎস ঘটনায় কাশ্মীরের মানুষ ঘৃণায় ফেটে পড়েছেন। তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন যখন তাঁদের ধিক্কারের পরোয়া না করে, এই বর্বরোচিত ঘটনার বিরুদ্ধে তাঁদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদের কোনও মূল্য না দিয়ে উল্টে সেই মেজরকে 'বিদ্রোহ দমনে কৃতিত্বের জন্য' প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছে—যেখানে প্রয়োজন ছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে তাকে শাস্তি দেওয়া। এই ঘটনা কাটা ঘায়ে নুন দেওয়ার মতোই জনগণের পক্ষে অবমাননাকর। কাশ্মীরের বর্তমান বিস্ফোরক পরিস্থিতিকেই তা আরও জটিল করবে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা ও ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

এস ইউ সি আই (সি) এই চরম নিন্দনীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং এর পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

দিনহাটায় এস ইউ সি আই (সি) অফিস ভাঙচুর করল তৃণমূল

২৩ মে সন্ধ্যায় এস ইউ সি আই (সি)-র দিনহাটা মহকুমা অফিসে হামলা চালায় তৃণমূলের একদল দুষ্কৃতী। তারা পার্টি অফিসের বেড়া এবং ভিতরের সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দেয়।

সংগঠনের দিনহাটা লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মানিক বর্মণ জানান, একটি পুরনো মামলায় সাজা হওয়ার আশঙ্কায় তৃণমূল এই হামলা চালিয়েছে। ২০০৮ সালে দিনহাটা কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এ আই ডি এস ও-র উপর মারাত্মকভাবে আক্রমণ করেছিল সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের এ আই এস বি। তাতে ১৯ জন ডি এস ও কর্মীকে গুরুতর আহত অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তিনজনের আঘাত এত গুরুতর ছিল যে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করতে হয়। আক্রমণের মূল মাথা ছিলেন সিপিএমের বেণুবাদল চক্রবর্তী, ফরওয়ার্ড ব্লকের উদয়ন গুহ ও বিশু ধর।

বেণুবাদল চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন। উদয়ন গুহরা দলত্যাগ করে তৃণমূলে ঢুকেছেন। এখন এই মামলার বিচারপর্ব চলছে। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস সাক্ষীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং নানা প্রলোভন দেখিয়েও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে পারেনি অথবা সাক্ষ্যদান থেকে সরাতে পারেনি। তাই শাস্তির আশঙ্কা থেকেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা পার্টি অফিস আক্রমণ করেছে।

এই স্বৈরাচারের তীব্র নিন্দা করে এবং হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ২৫ মে দিনহাটা শহরে দলের পক্ষ থেকে ধিক্কার মিছিল করা হয়।

ভিওয়ানিতে মিড ডে মিল কর্মীরা আন্দোলনে

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২৪ মে হরিয়ানার ভিওয়ানিতে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান, সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা বেতন প্রভৃতি দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

বাঁকুড়ায় শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মশালা

১০ মে বাঁকুড়া শহরে বঙ্গ বিদ্যালয় সভাগৃহে একটি শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা ও শিক্ষক সমাজের উপর নানা আক্রমণের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও অভিভাবক সমাজকে জড়িত করে সুসংহত ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন শিক্ষা আন্দোলনের নেতা কমরেড কার্তিক সাহা। এস ইউ সি আই (সি) বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল ও শিক্ষক নেতা কমরেড সতীশ সাউ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় স্তরে কনভেনশন ও সেভ এডুকেশন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

শিলিগুড়ির মহামিছিলের আহ্বান সাড়া ফেলেছিল উত্তরবঙ্গে

সরকার দখলের রাজনীতি নিয়ে মিডিয়া যতই সরগরম থাকুক, সাধারণ মানুষের অন্তর যে সাড়া দেয় গণআন্দোলনের রাজনীতিতেই তা আরও একবার প্রমাণ করল ২৪ মে। এস ইউ সি আই (সি) এদিন ডাক দিয়েছিল মহামিছিলের। কলকাতার সাথে শিলিগুড়িতেও মহামিছিলে দেখা গেল জনজোয়ার। চা-শ্রমিক অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গের সমস্যা সহ রাজ্যের সমস্ত পেশাজীবী মানুষ ও অসংখ্য বেকার যুবক-যুবতীর জীবনের দাবিগুলি নিয়ে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর—এই চারটি জেলার ১০

২৪ মে। শিলিগুড়ি

হাজারেরও বেশি মানুষ এদিন সকাল থেকেই আসতে শুরু করেন শিলিগুড়ি শহরের বাঘাযতীন পার্কে। সভার ঘোষিত সময় বেলা ১ টা হলেও সকাল ১০ টা থেকেই দূর-দূরান্তের জেলাগুলি থেকে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হন। শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ আন্দোলন তহবিল সংগ্রহ করে প্রস্তুত করেছিলেন নিজস্ব ক্ষেত্রের দাবি সংবলিত ব্যানার-ফেস্টুন। ব্যবস্থা করেছেন একত্রিত হয়ে মিছিলে আসার ছোট-বড় গাড়ি। দলের ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের ডাকেও সাড়া দিয়েছেন হাজার হাজার।

জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থেকে এসেছিলেন এক ছাত্র-কর্মীর বাবা। বললেন, 'বহুদিন কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করিনি, এবারের মিছিলের জন্য ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যেভাবে পরিশ্রম করছিল, মানুষের কাছে আবেদন করছিল, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মিছিলে হাঁটব। যোগ দিলাম। কল্পনাও করিনি দলটা এত বড় হয়েছে, এই দলের ডাকে এত মানুষ সাড়া দিতে পারে! উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহপাঠীর ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছিল এক ছাত্র। মিছিল শেষে সে আপ্লুত। তার কথায়, 'প্রথমবার স্লোগান দিলাম নিজের দাবি নিয়ে, অসাধারণ অনুভূতি। এসেছিলাম মিছিল দেখব বলে, কোন মুহূর্তে যে মিছিলের ভলান্টিয়ার হয়ে গেলাম বুঝতে পারিনি।' ছাত্র সংগঠনের ডাকে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের একদল ডাক্তার-ছাত্র। যখন তাঁরা সমাজের সব থেকে শোষিত মানুষগুলির সাথে সমস্বরে স্লোগান তুলছিলেন, মিছিলের গতি-চরিত্র তখন আর শুধু অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ এক নতুন চেতনার ভিত্তিতে মিছিল, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে সমাজ পরিবর্তনের পরিপূরক একটা মিছিলে পরিণত হয়েছিল। শিলিগুড়ি শহরের পথচলতি মানুষ, দোকানদার, সাধারণ মানুষের আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েযায় ২৪ মে'র মহামিছিল।

বেলা একটায় বাঘাযতীন পার্কে এক সংক্ষিপ্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ও জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, কোচবিহার জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শিশির সরকার। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য সর্বভারতীয় শ্রমিক নেতা কমরেড অচিন্ত্য সিনহা। তিনি দাবিগুলির ভিত্তিতে মহামিছিলকে সঠিক গণআন্দোলনের রাজনীতির নিরিখে বিচার করে, সর্বত্র গণকমিটি তৈরি করা ও দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন মিছিলে অংশগ্রহণকারী জনতার সামনে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। সভাশেষে মিছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র কোর্ট মোড় হয়ে হিলকার্ট রোড ধরে শিলিগুড়ি জংশনে পৌঁছায়। মিছিলের শেষে বক্তব্য রাখেন দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী। মিছিল থেকে কমরেড তপন ভৌমিকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক ভবন 'উত্তরকন্যায়' গিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

২৪ মে সংগ্রামের শপথে দৃপ্ত মহামিছিল

উপরে মহামিছিলের সামনের সারিতে রাজ্য নেতৃবৃন্দ। ডানদিকে উপরে কলেজ স্কোয়ারের সামনে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। নিচে মিছিলের একাংশ ও সুসজ্জিত ট্যাবলো।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org